প্রথম আলো

তারিখ 19 APR 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিল্পাঞ্চল কালিয়াকৈরের ১৭০ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

গড়ে উঠেছে মানহীন কিন্ডারগার্টেন

মাসুদ রানা, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) ●

উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার ১৭০টি গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাধ্য হয়ে অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করান। আর এ সুযোগে উপজেলায় ব্যাঙের ছাতার মতো মানহীন কিন্ডারগার্টেন গড়ে উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল কালিয়াকৈর উপজেলায় রয়েছে ছোট-বড় অনেক শিল্পকারখানা। এসব প্রতিষ্ঠানে দেশের প্রায় সব এলাকার মানুষ কাজ করে। উপজেলার ২৯২টি গ্রামের প্রায় সবগুলোতেই এসব শিল্পকারখানা-সংশ্লিষ্ট মানুষের বসবাস গড়ে উঠেছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে গড়ে ওঠেনি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৮৬টি ও রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৮টি। নিয়মানুযায়ী সর্বনিম্ন দুই হাজার লোকের বসবাস ও ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী থাকলে সেই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা যায়। এ রকম ১৭০টি গ্রামের তালিকাও করা হয়েছে।

আন্ধারমানিক গ্রামের কৃষক রিয়াজ উদ্দিন বলেন, 'আমাগো গ্রামে কোনো সরকারি স্কুল না থাহায় মেলা কষ্ট কইরা বেশি বেতনে পোলাফানরে পাড়ার স্কুলে (কিন্ডারগার্টেনে) পড়াইতে অইতাছে।' একই কথা বলেন গ্রামের রেফাজ উদ্দিন, শুকুর আলী ও আনিছ মিয়া। তাঁদের সবার দাবি, এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় করা হোক।

হরিণহাটি এলাকার ব্যবসায়ী মজিবুর রহমান জানান, শুধু হরিণহাটি এলাকায় ১৫ থেকে ২০ হাজার লোকের বসবাস হলেও কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানে নেই। তবে গড়ে উঠেছে ১০-১২টি কিন্ডারগার্টেন। সচ্ছল ব্যক্তিরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের কিন্ডারগার্টেনে পড়াচ্ছেন। আর যাঁরা দিনমজুর ও দরিদ্র তাঁরা সন্তানদের পড়াতে পারছেন না।

এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, সফিপুর, মৌচাক, ভান্নারা, পূর্ব মৌচাক, তেলির চালা, চন্দ্রা, পূর্ব চান্দরাসহ আশপাশের শিল্প এলাকায় কোনো রকম টিনের বেড়া দিয়ে অলিতেগলিতে কিন্ডারগার্টেন গড়ে তোলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনার মান নিয়ে অনেক বিতর্কও রয়েছে।

> উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৮৬টি ও রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৮টি। নিয়মানুযায়ী সর্বনিম্ন দুই হাজার লোকের বসবাস ও ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী থাকলে সেই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা যায়। এ রকম ১৭০টি গ্রামের তালিকাও করা হয়েছে।

রাখালিয়াচালা গ্রামের ফুলকুঁড়ি কলেজিয়েট কিন্ডারগার্টেনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম তুষারী মানহীন কিন্ডারগার্টেন গড়ে ওঠার কথা স্বীকার করে বলেন, এসবের কারণে ভালো মানের কিন্ডারগার্টেনগুলোরও দুর্নাম হচ্ছে। এমনও দেখা গেছে, আগে কৃষিকাজ করত এবং কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাঁরাও শিক্ষার নামে ব্যবসা শুরু করেছেন। সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাবিবুর রহমান বলেন, উপজেলার সর্বত্রই গড়ে উঠেছে অসংখ্য মানহীন কিন্ডারগার্টেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তাপস কুমার সরকার জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয় দরকার—এমন ১৭০টি গ্রামের তালিকা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এসবের মধ্যে ২২টিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। মানহীন কিন্ডারগার্টেনের বিষয়ে তিনি বলেন, 'শিগগিরই কিন্ডারগার্টেনগুলো একটি নীতিমালার মধ্যে আনা হবে। শিক্ষার নামে কেউ ব্যবসা করলে তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল কবীর মুরাদ বলেন, উপজেলার যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব গ্রামে যাতে দ্রুত নতুন বিদ্যালয় করা হয় তার ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।